নারায়ণ দেবনাথ

সম্পূর্ণ রঙিন

নন্টে ফন্টে

হইচই

www.banglapdf.net Exclusive!

নারায়ণ দেবনাথ

নন্টে ফন্টে

হইচই

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০৯৯
www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

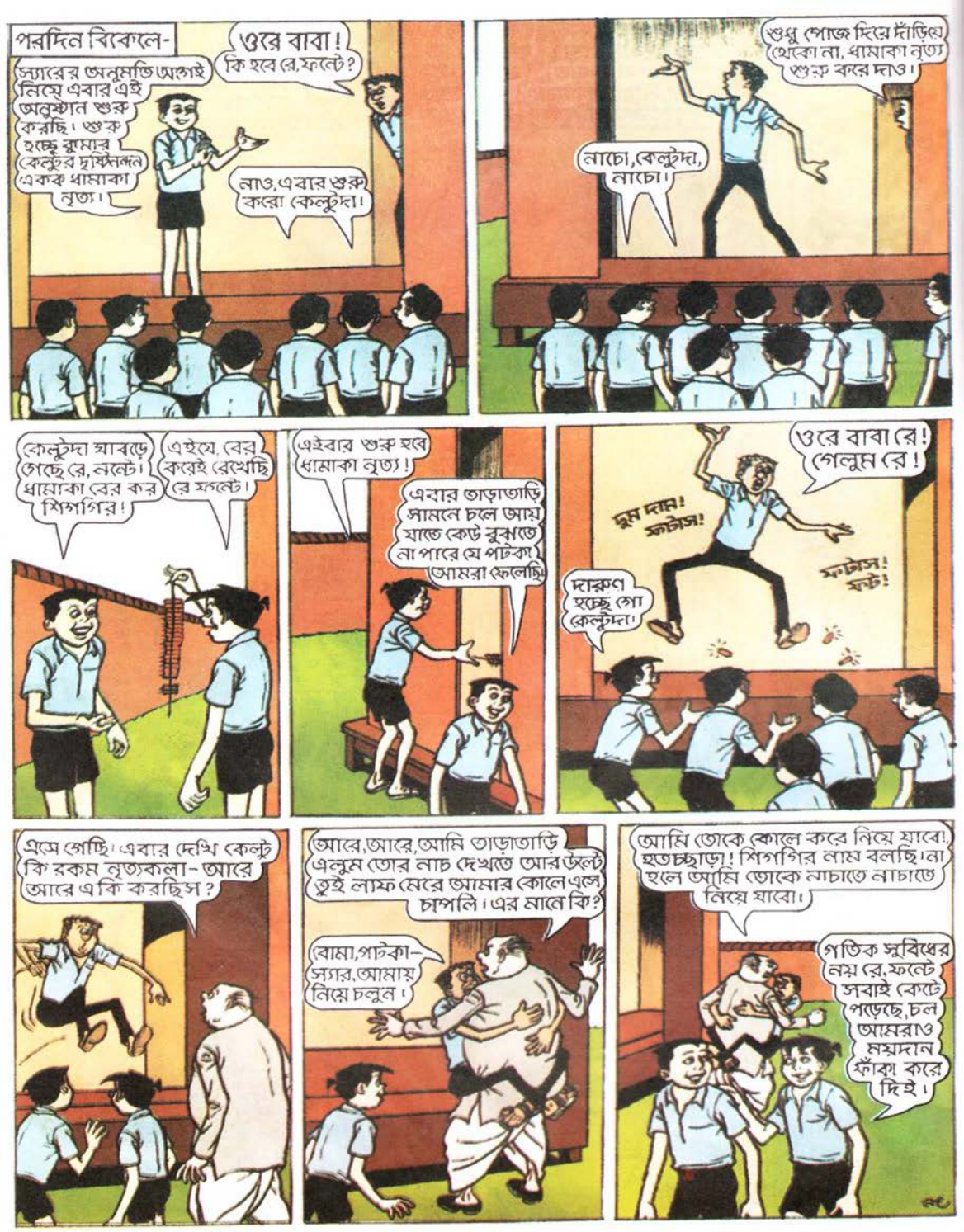

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

সেইমতো-
শোন, নন্টে আর ফন্টে, চারদিকে কড়া নজর রাখবি। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই আমাকে বলবি।
সে তো অবশ্যই রাখবো, কেলুদা, মানে ছিদ্রান্বেষী!

কিছুদূর যাওয়ার পর-
কি রে, নন্টে আর ফন্টে। সন্দেহজনক কাউকে তো চোখে পড়লো না।
মনে হচ্ছে তোমার মানে ছিদ্রান্বেষীর ভয়ে বোধহয় সব আত্মগোপন করে ছিদ্র বুজিয়ে ফেলছে।

কিছু পরে একটা মোড় ঘুরতেই-
দেখো, দেখো, কেলুদা! দুজন মুস্কো চেহারার লোক সন্দেহজনক ভাবে লাইট পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে গুজ গুজ ফুস ফুস করছে।
ঠিকই বলেছিস। দেখতেও মস্তান টাইপের। এরা অবশ্যই দুষ্কৃতি না হয়ে যায় না। কড়া নজরে রাখ, নন্টে আর ফন্টে।

কাল ইভটিজিংটা এখানেই ঘটেছিলো বলে রিপোর্ট করেছিলো না।
হ্যাঁ, তাই বলেছিলো। দলে নাকি তিনজন ছিলো, একজন একটু বড়ো অন্য দুজনের বয়স নাকি একটু কম।

ওরা কি প্ল্যান করছে সেটা যদি টের পাওয়া যেতো রে, নন্টে আর ফন্টে।
অতো ঝামেলার কি দরকার সন্দেহ যখন হয়েছে তখন পুলিশ ডেকে আনি।

চমৎকার! এই না হলে বুদ্ধি! পুলিশ ডেকে আনি। আরে পুলিশ দেখলেই তো সটকাবে! তোকে সহকারী করাটাই ভুল হয়েছে দেখছি!
বেশ, তাহলে তুমিই বলো কি করে ওদের ছিদ্র বের করে ধরবে।

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

কাছাকাছি আসতেই -
কি হলো, কেলুদা, ঘাবড়ে গেলেনাকি, ওরা যে উল্টে তোমাকেই ধরলো যে গো!
কাল ইভটিজিং করার দায়ে তোমাদের ধরা হলো!
অ্যাঃ!
হুড়কোপুর থানা? আমি ইন্সপেকটর জানা বলছি, কাল ইভটিজিংয়ের পুরো গ্যাংটাই ধরা পড়েছে!
ইভটিজিং! থানা--
ওরে বাবারে!
তোমার সঙ্গে দুষ্কৃতি ধরতে এসে আমরাই দুষ্কৃতি হয়ে গেলাম!
নাক কান মোলার পর-
তাহলে বলছো তোমরা এ কাজ করোনি।
না, স্যার! সত্যি বলছি আমরা বোর্ডিংস্কুলে পড়ি। আমাদের বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হলেন, পাতিরাম হাতি। আমাদের সঙ্গে চলুন।
আপনারা দাঁড়ান, আমি স্যারকে ডেকে নিয়ে আসি।
তাড়াতাড়ি ডাকো।
আপনাদের তো চিনলাম না।
আমরা হুড়কোপুর থানার ইন্সপেকটর। বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে আপনার এই ছাত্রটি সঙ্গী শুদ্ধু হাজতে ঢুকতে যাচ্ছিলো।
পরে-
আমি তোদের বলেছিলাম ঘরের দিকে নজর দিতে যাতে বোর্ডিং থেকে কোনো জিনিস চুরি না হয়।

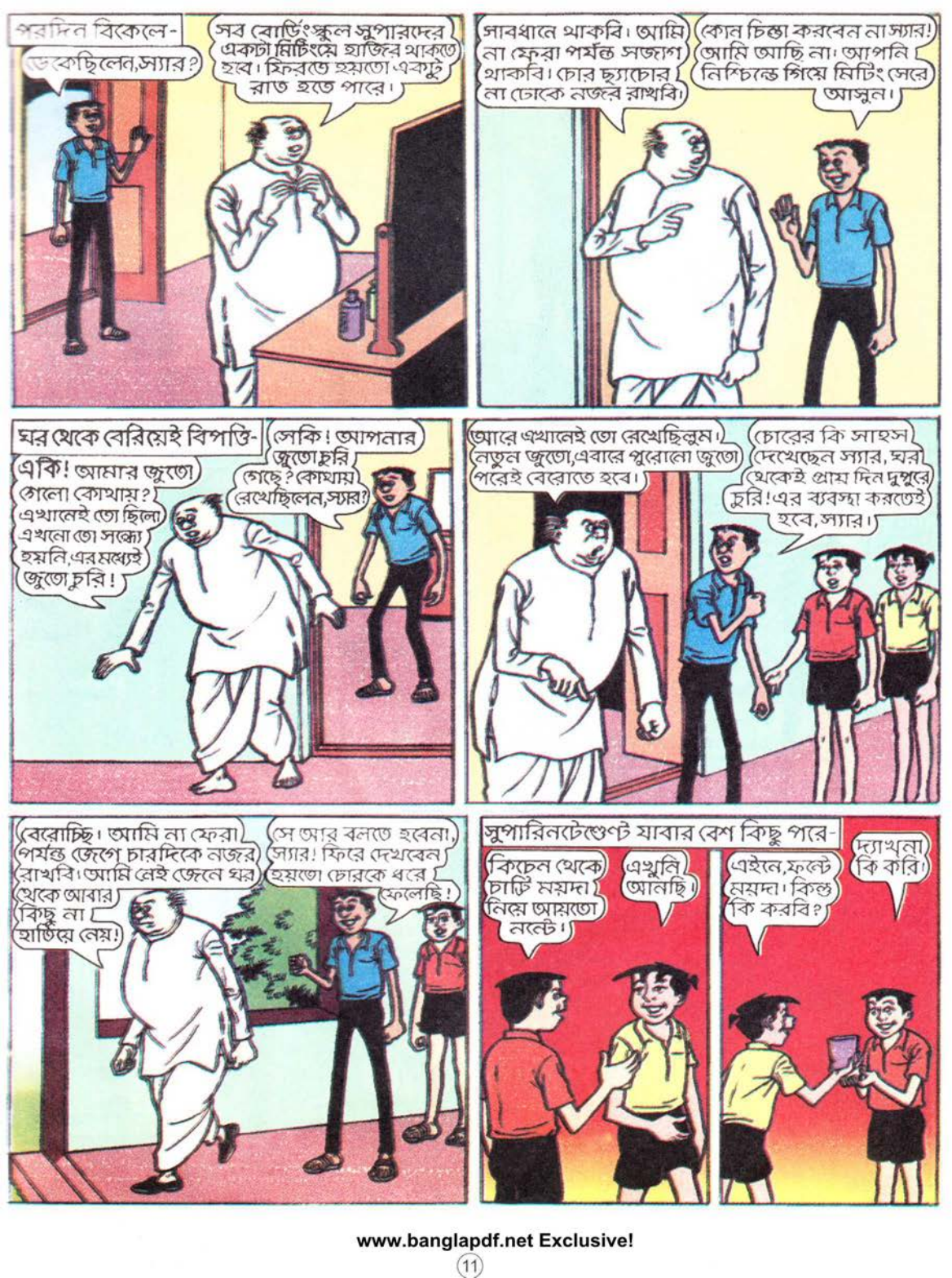

www.banglapdf.net Exclusive!

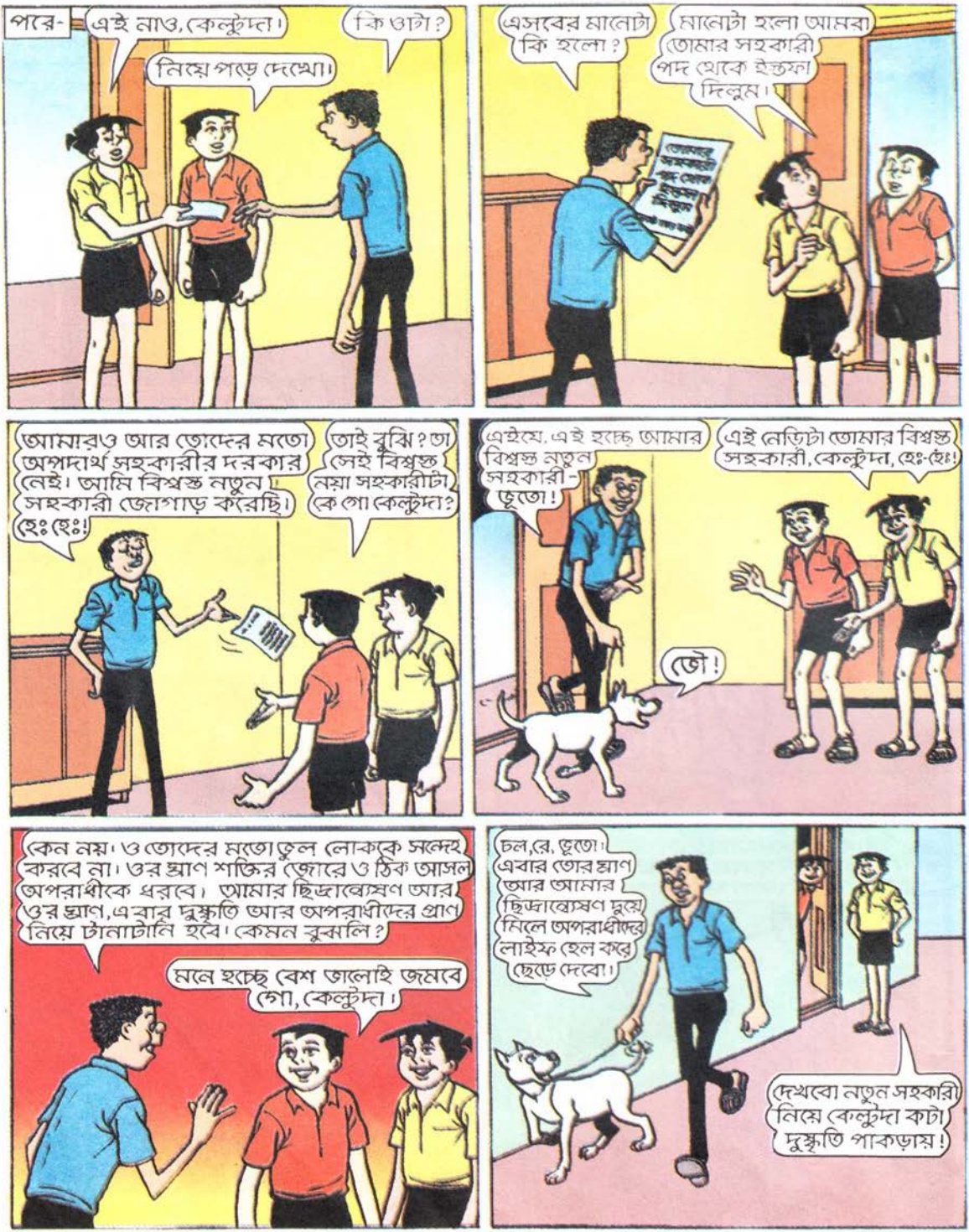

www.banglapdf.net Exclusive!

ময়দা ছড়িয়ে দিলুম। স্যারের ঘরে কেউ ঢুকলে পায়ের ছাপ পড়বে। তাহলেই বোঝা যাবে ঘরে কেউ ঢুকেছে আর তারপরেই ক্যাচ!
ওদিকে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-
ভাবছি ওদের ওপর আস্থা রাখা যায়না। আমি বরঞ্চ ফিরে গিয়ে ওদের অজান্তে পিছনের পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকে বিছানায় ঘাপটি মেরে থাকবো। তারপর-
রাত হয়েছে, চল বাইরেটা ঘুরে দেখি। স্যারকে যে বলেছিলো নজর রাখবে তার পাত্তা নেই।
তারা বোধহয় নাক ডাকাচ্ছে- আরে, কে যেন পাঁচিল টপকাচ্ছে মনে হচ্ছে!
তাইতো রে ফন্টে! এবার বোধহয় চুরি করতে স্যারের ঘরেই ঢুকবে।
চল, কেলুদাকে জানিয়ে ওর সাহায্য চাই।
কিরে? চারদিকে নজর রেখে গেছে! একটু রেস্ট নিচ্ছি, তোরা এলি বাগড়া দিতে। তোরা কি রে?
তুমি নজর রাখছো আর ওদিকে স্যারের ঘরে চোর ঢুকেছে!
কি বললি? স্যারের ঘরে চোর ঢুকেছে? জুতো নিয়ে লোভ বেড়েছে। শিগগির চল, কুইক!
স্যারের কাছে চোর ধরার এই বাহাদুরিটা তোমাকে দেবো বলে তাই ডাকতে এলুম, কেলুদা। চলো।
দ্যাখো, কেলুদা, ময়দার ওপর চোরের পায়ের ছাপ।
শ্-শ্-শ্!
স্যারের খাটে শুয়ে আরাম করা হচ্ছে? আরাম হারাম হয়ে এবার লাটে উঠবে!
সাবধানে, কেলুদা!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

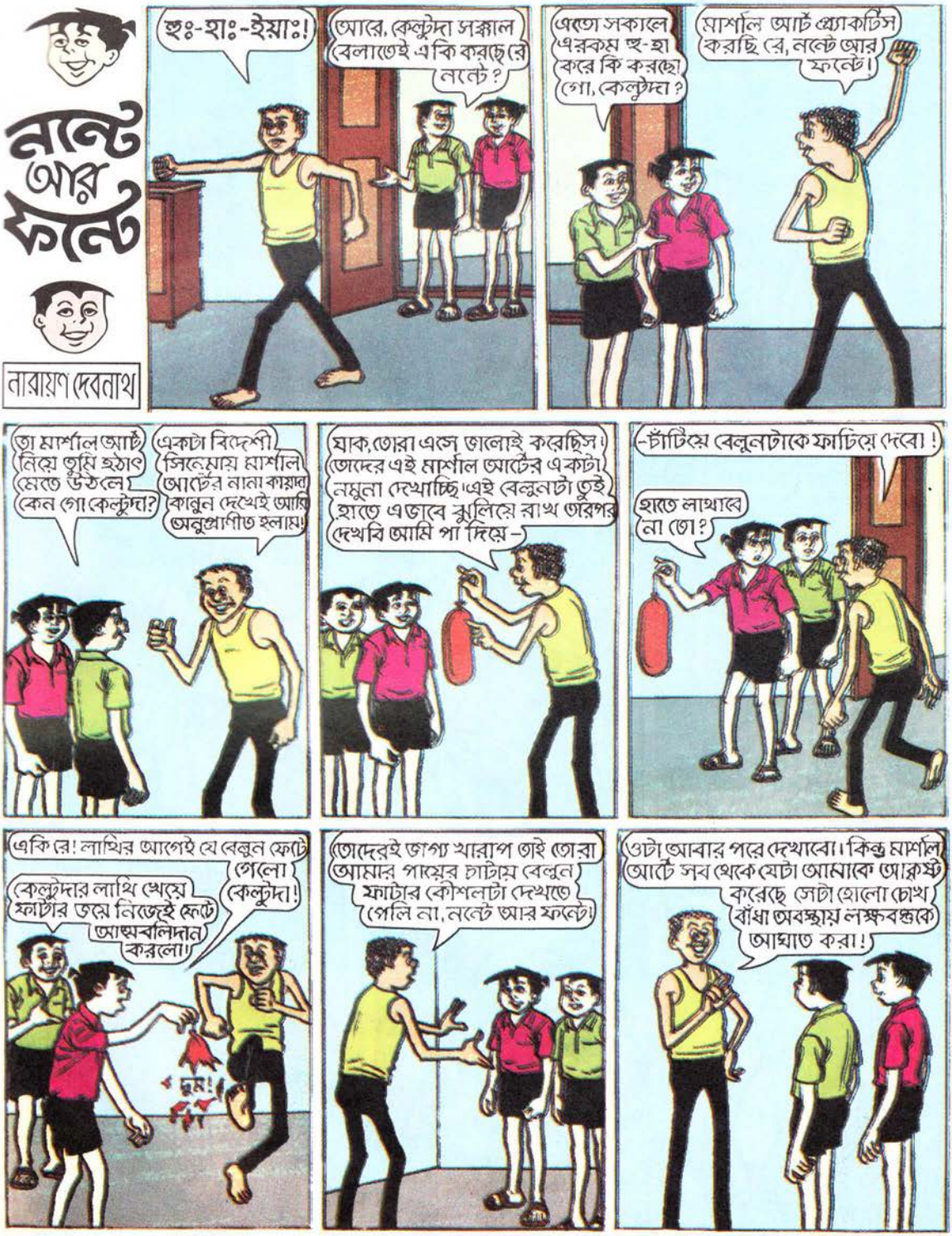

www.banglapdf.net Exclusive!

আর আমি ওটা রপ্ত করে ফেলেছি। তাঁদের করে দেখাচ্ছি। দাঁড়া, চোখ বাঁধার জন্যে কিছু একটা নিয়ে আসি।
সব কিছু নিয়ে আমাদের সবজান্তার ওস্তাদি দেখানোর রোগটার সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শোন-(ফিস-ফিস-ফিস-ফিস!)
একটু পরে-
নে, এবার এটা দিয়ে চোখটা বাঁধ।
এই মওকায় একটাকে ঘুষোবো।
তোদের নড়াচড়ার শব্দেই আমি বুঝে নেবো যে তোরা কোথায়। আর তারপরই-
কেলুটদা আপনাকে এখুণি ডাকছে, স্যার। কি একটা নতুন আর্ট দেখাবে।
তাই নাকি? চল দেখি কি নতুন আর্ট।
তোরা দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিস, কিন্তু যাবার আগে দু'চারটে ঘুসি খেয়ে যা।
আরে-আরে, এটা কি হচ্ছে?
একি! স্যার? আপনি হঠাৎ এখানে উদয় হলেন কোত্থেকে?
নতুন আর্ট দেখানোর নাম করে ডেকে এনে উদরের হেনস্থা
তাহলে আমিও চোখ খুলে তোকে একটা পুরোনো আর্ট দেখাচ্ছি। এই দ্যাখ!
অ্যাঁক!
তুমি দেখাতে পারলে না, কিন্তু স্যার তোমার ওপরে [illegible] মার্শাল আর্ট প্রয়োগ করে গেলেন, হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

বেঁচে থাকো, বাছা! বোর্ডিংয়ের মুখ উজ্জ্বল করো।
অ্যাই তোরা এখন যা, গুরুদেব এখন জলযোগ করবেন। পরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন।
গিয়ে প্রণাম করাটা একেবারে মাঠে মারা গেলো, কেলুদা।
স্যার তো একরকম তাড়িয়েই দিলেন!
আপনার এই শিষ্য খুবই ভক্তিমান গুরুদেব।
সেটা ঠিক, এখন তাড়াতাড়ি হাত চালাগোবর
জলযোগের পর-
জলযোগে আমার কি পছন্দ সেটা তুই জানিস বলেই তোকেও এতো পছন্দ করি, পাতি।
সবই আপনার কৃপায় গুরুদেব।
তোর বোর্ডিংয়ের দু তিনজনকে পাঠিয়ে দে, পালা করে গা, হাত পা মর্দন করে দেবে না হলে ঘুম আসে না।
ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি।
স্যার আমাদের পাঠিয়ে দিলেন
আয়, আয় আমার কাছে আয় তোরা।
আমি নিদ্রিত হয়ে পড়লেও তোরা চালিয়ে যাবি, বাছারা।

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

এটা তাহলে খুবই দুঃখের ব্যাপার, কেলুদা। মাত্র একটা নম্বর না মেলায় প্রায় মুঠোয় আসা টাকা ফস্কে বেরিয়ে গেলো!
তাই হতাশায় বসে ভাবছিলুম যে কি করবো।
আচ্ছা, কেলুদা! তোমার ভাগ্য যখন এতোই বিরূপ, তখন জ্যোতিষীর কাছে চলো না।
ফন্টে ঠিকই বলেছে কেলুদা। জ্যোতিষীই বলে দেবে তোমার ভাগ্যে এমন কেন ঘটলো।
ঠিক বলেছিস। চল, জ্যোতিষীর কাছেই যাওয়া যাক।
ঐ যে, কেলুদা, জ্যোতিষ কার্যালয়। চলো ঢুকে পড়া যাক।
জ্যোতিষ কার্যালয়
মন্ত্র সহকারে হস্তরেখা ও ভাগ্য রেখা বিচার করা হয় পরীক্ষা প্রার্থনীয়
এসো, এসো। হাত দেখা না কোষ্ঠী বিচার কোনটা করাবে?
হাতটা আর কপালটা একটু ভালো করে দেখুন তো।
হ্যাঁ, জ্যোতিষী মশাই কেলুদার হাতটা ভালো করে দেখুন। হাতে টাকা এলেও ফস্কে যাচ্ছে কেন?
নিজের ভাগ্যকে জানুন
হস্তরেখা তোমার তেমন কিছু আহামরি নয়। এবার তোমার কপালটা দেখি।
আরে, একি! তোমার কপালে জ্বল জ্বল করছে যে শিগগিরই তুমি গুপ্তধনের অধিকারী হবে।
গুপ্তধন পাবো বললো কিন্তু কি ভাবে কোথায় পাবো সেটা তো বললো না।
জ্যোতিষী যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই পাবে, কেলুদা।
কি দারুণ ব্যাপার, কেলুদা।

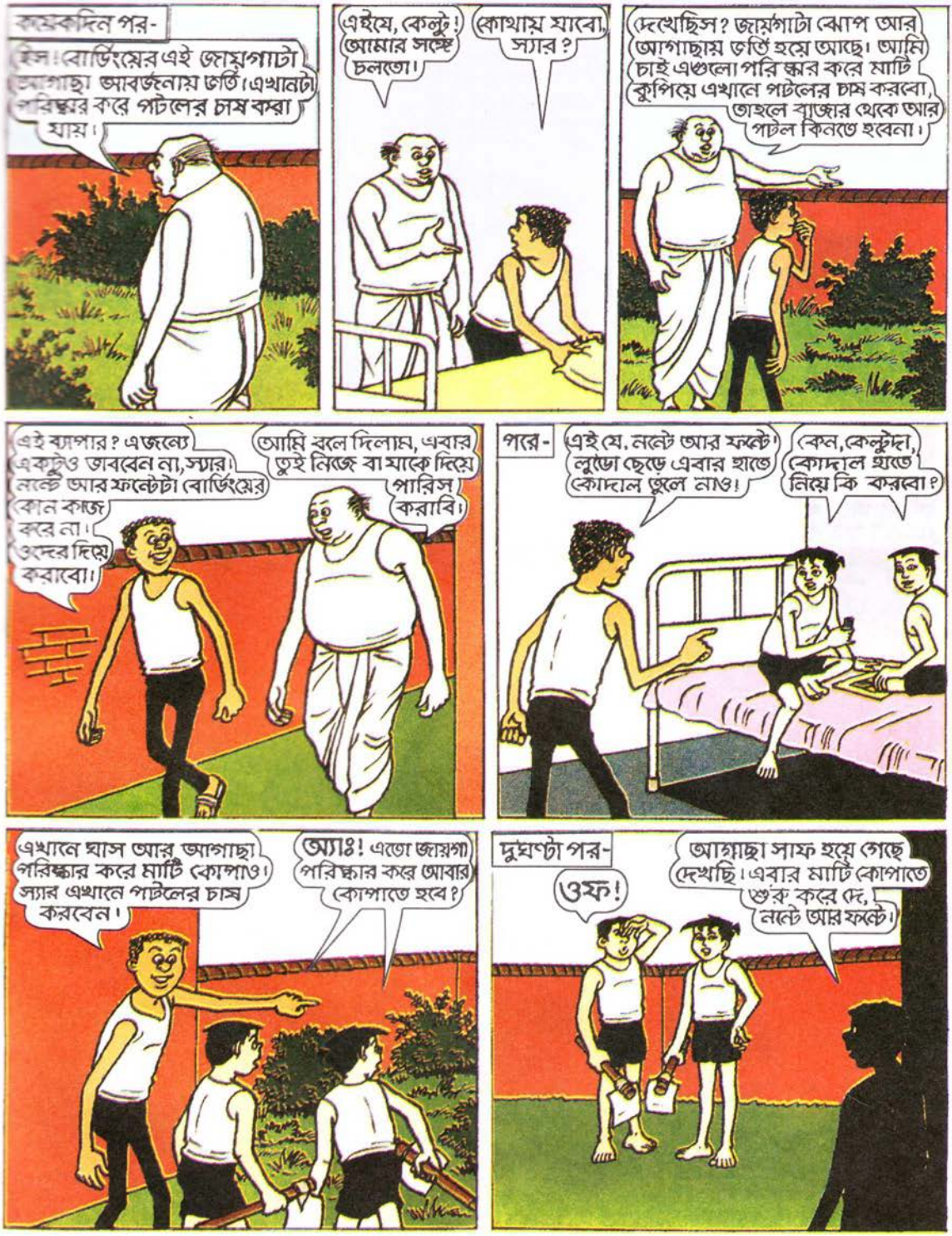

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

কই, আমার ওষুধ এনেছিস?
অন্য দুর্দান্ত ওষুধ চাক টাক চাক দে ইণ্ডিয়া লোশন এনেছি, স্যার! এটা মাথায় লাগালে দুব্বো ঘাসের মতো চুল গজাবে!
তাই বুঝি? দে-দে, এখুনি আমি এই চাক টাক চাক দে প্রয়োগ করবো। সত্যি তুই আমার জন্যে এতো ভাবিস, এই জন্যেই তোকে এতো পছন্দ করি।
কিন্তু এই লোশনের নাম তো কখনো শুনিনি, স্যার!
ওদের কথায় কান দেবেন না, স্যার। নামে কি যায় আসে, কামে হলেই হলো!
বলছিস?
হ্যাঁ!
ভালো করে ঘসে ঘসে লাগালেই টাকের পর্দা ফাঁক করে কেশ উদ্গম হবে, ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি!
ঘণ্টাখানেক পর-
এ-একি! চুল গজানো দূরে থাক, এতো মাথায় যে কটা চুল ছিলো তা ও হাতের সঙ্গে উঠে এসেছে!
একি, স্যার চুল কই? আপনার মাথাটা একদম বেলের মতো মনে হচ্ছে, স্যার!
হিকোঁৎ!
ধরে নিয়ে আয়, ছুঁচোটাকে। ওর সারা মাথায় আমি এই লোশন লাগিয়ে দেবো!
ঐ লোশন কেনার নামে যে ক্যাশ তুমি আমাদের কাছ থেকে কেড়েছো সেটা ফেরত দিলে ধরবো না রাজি?
রাজি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

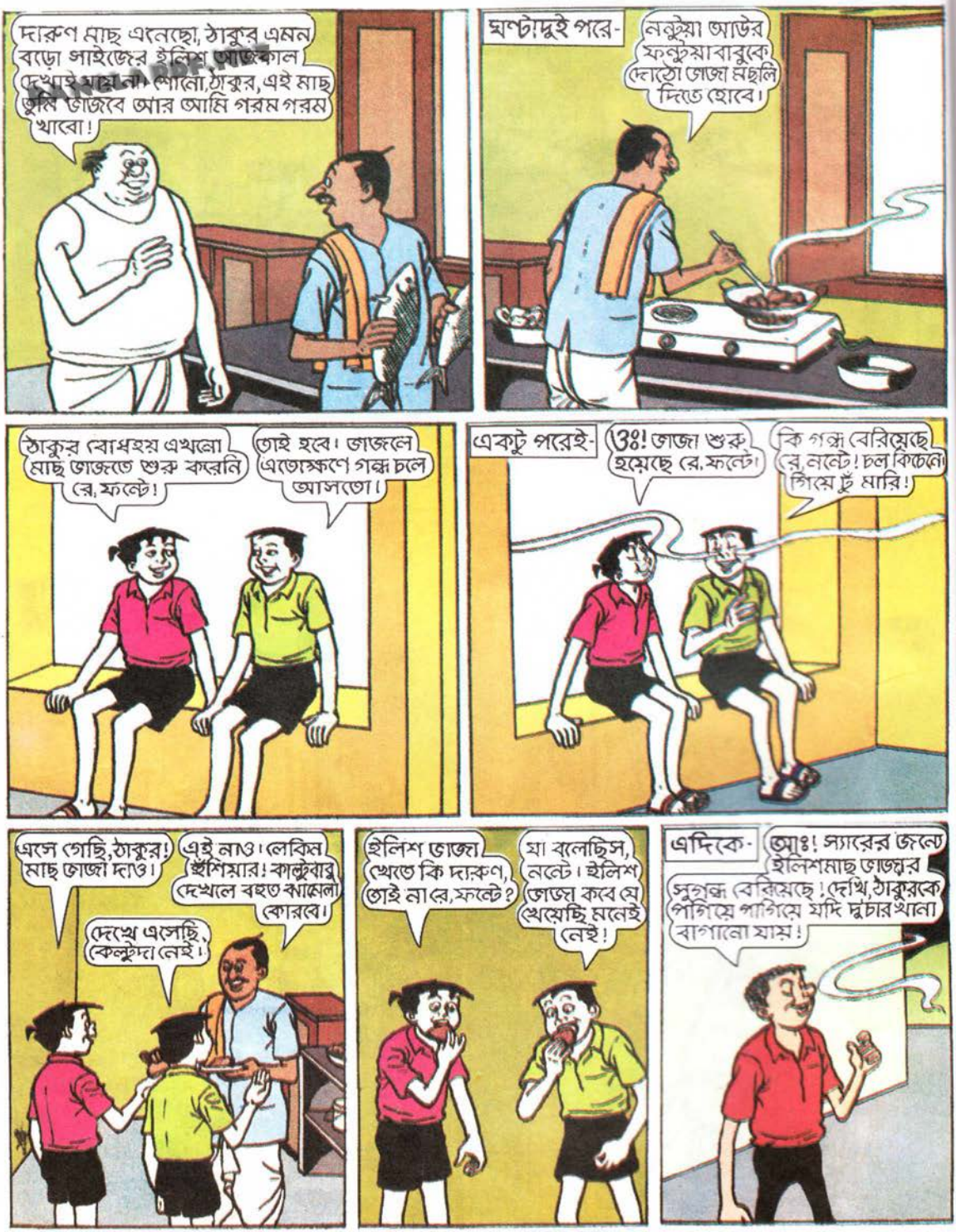
দারুণ মাছ এনেছো, ঠাকুর এমন বড়ো সাইজের ইলিশ আজকাল দেখাই যায় না। শোনো, ঠাকুর, এই মাছ তুমি ভাজবে আর আমি গরম গরম খাবো!
ঘণ্টাদুই পরে-
নন্টুয়া আউর ফন্টুয়া বাবুকে দোঠো ভাজা মছলি দিতে হোবে।
ঠাকুর বোধহয় এখনো মাছ ভাজতে শুরু করেনি রে, ফন্টে!
তাই হবে। ভাজলে এতোক্ষণে গন্ধ চলে আসতো।
একটু পরেই-
ওঃ! ভাজা শুরু হয়েছে রে, ফন্টে!
কি গন্ধ বেরিয়েছে রে, নন্টে! চল কিচেনে গিয়ে ঢুঁ মারি!
এসে গেছি, ঠাকুর! মাছ ভাজা দাও।
এই নাও। লেকিন হুঁশিয়ার! কাল্টুবাবু দেখলে বহুত ঝামেলা কোরবে।
দেখে এসেছি, কেল্টুদা নেই।
ইলিশ ভাজা খেতে কি দারুণ, তাই না রে, ফন্টে?
যা বলেছিস, নন্টে। ইলিশ ভাজা কবে যে খেয়েছি মনেই নেই!
এদিকে-
আঃ! স্যারের জন্যে ইলিশমাছ ভাজার সুগন্ধ বেরিয়েছে! দেখি, ঠাকুরকে পটিয়ে পাটিয়ে যদি দুচার খানা বাগানো যায়!

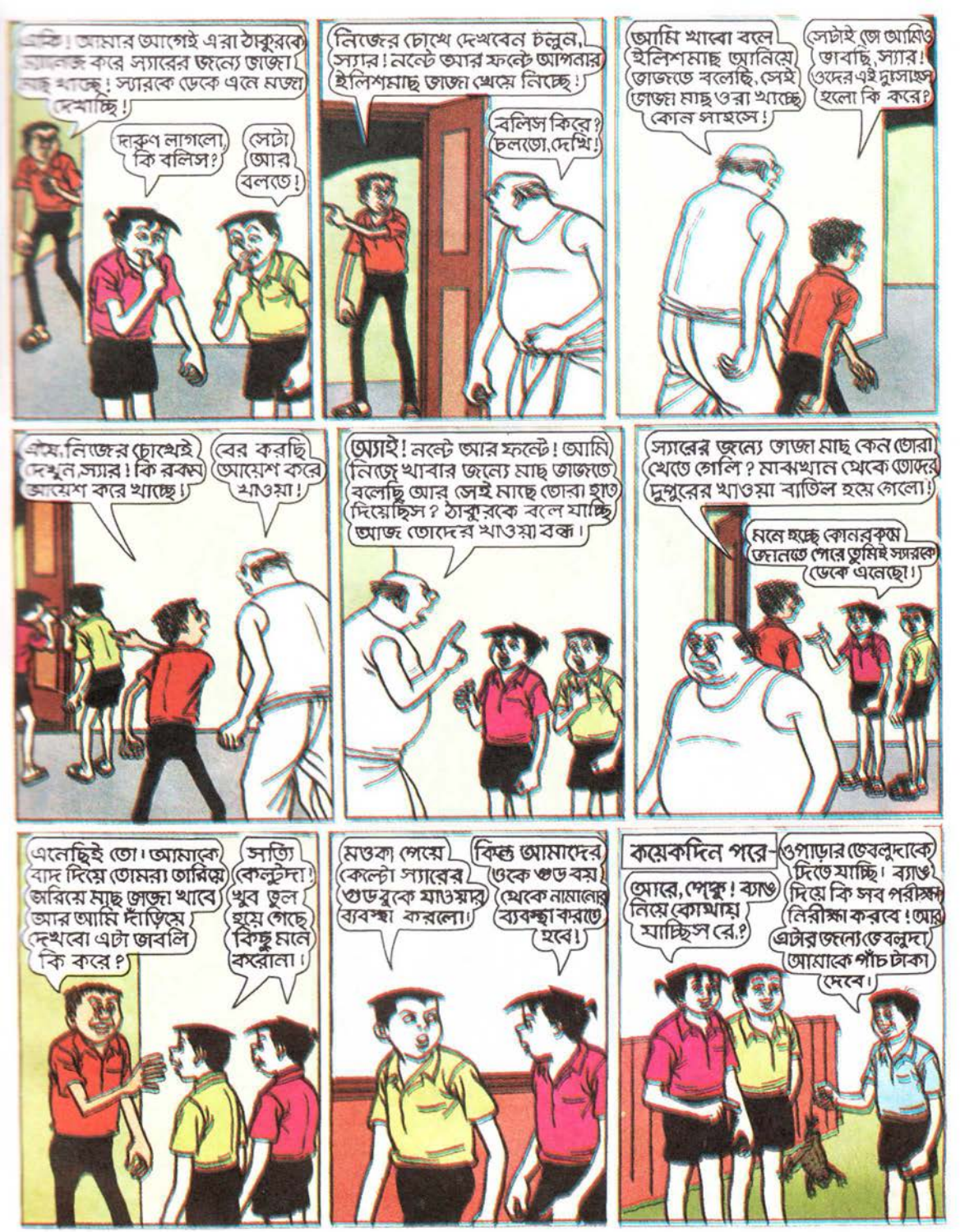

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

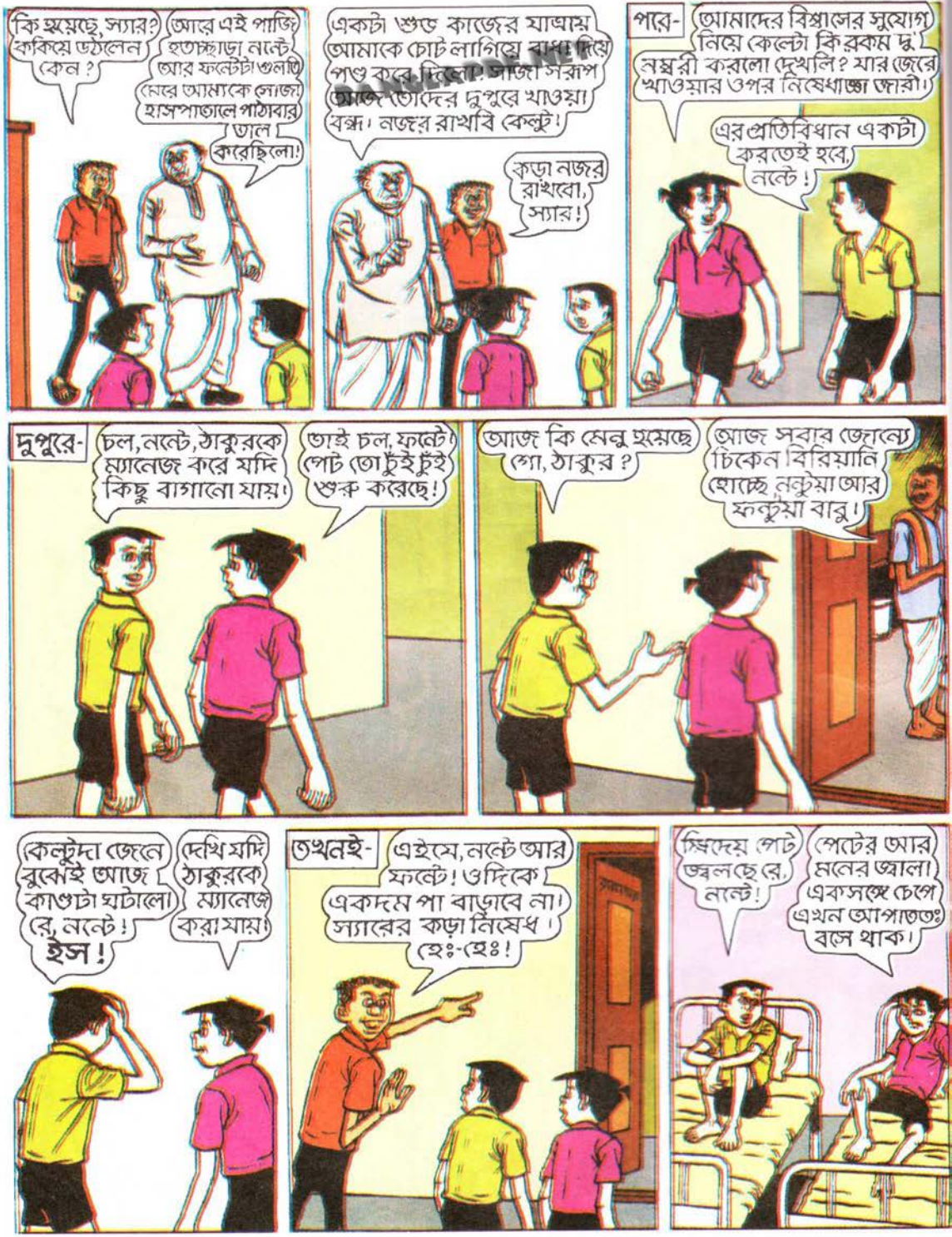
কি হয়েছে, স্যার? কাকিয়ে উঠলেন কেন?
আরে এই পাজি হতচ্ছাড়া নন্টে আর ফন্টেটা গুলতি মেরে আমাকে সোজা হাসপাতালে পাঠাবার তাল করেছিলো!
একটা শুভ কাজের যাত্রায় আমাকে চোট লাগিয়ে বাধা দিয়ে পণ্ড করে দিলো! সাজা স্বরূপ আজ তাদের দুপুরে খাওয়া বন্ধ। নজর রাখবি কেল্টু!
কড়া নজর রাখবো, স্যার!
পরে-
আমাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কেল্টো কি রকম দু' নম্বরী করলো দেখলি? যার জেরে খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী।
এর প্রতিবিধান একটা করতেই হবে, নন্টে!
দুপুরে-
চল, নন্টে, ঠাকুরকে ম্যানেজ করে যদি কিছু বাগানো যায়।
তাই চল, ফন্টে! পেট তো চুঁই চুঁই শুরু করেছে!
আজ কি মেনু হয়েছে গো, ঠাকুর?
আজ সবার জন্যে চিকেন বিরিয়ানি হোচ্ছে নকুয়া আর ফন্টুয়া বাবু!
কেল্টুদা জেনে বুঝেই আজ কাণ্ডটা ঘটালো রে, নন্টে! ইস!
দেখি যদি ঠাকুরকে ম্যানেজ করা যায়।
তখনই-
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! ওদিকে একদম পা বাড়াবে না। স্যারের কড়া নিষেধ। হেঃ-হেঃ!
খিদেয় পেট জ্বলছে রে, নন্টে!
পেটের আর মনের জ্বালা। একসঙ্গে চেপে এখন আপাততঃ বসে থাক।

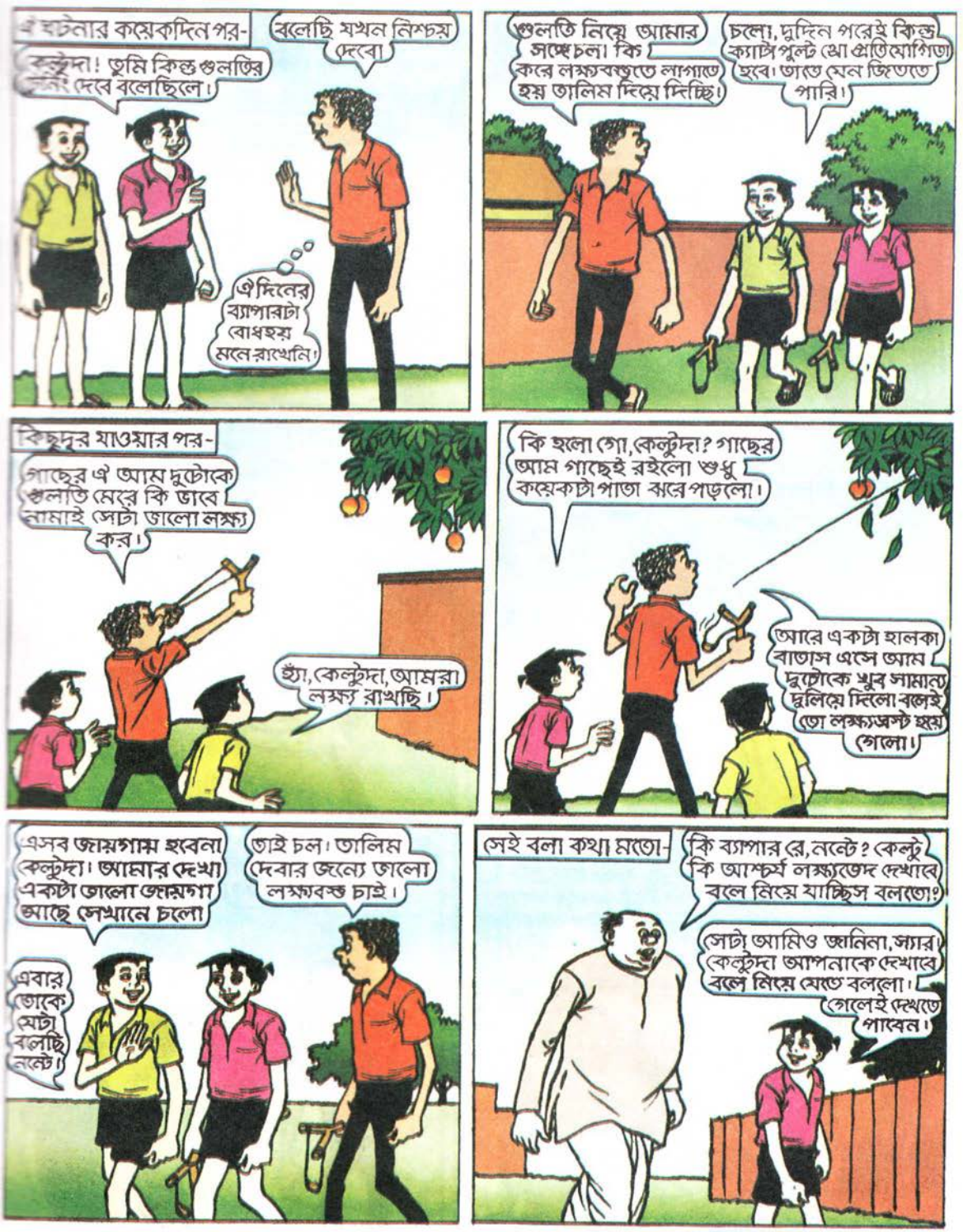

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

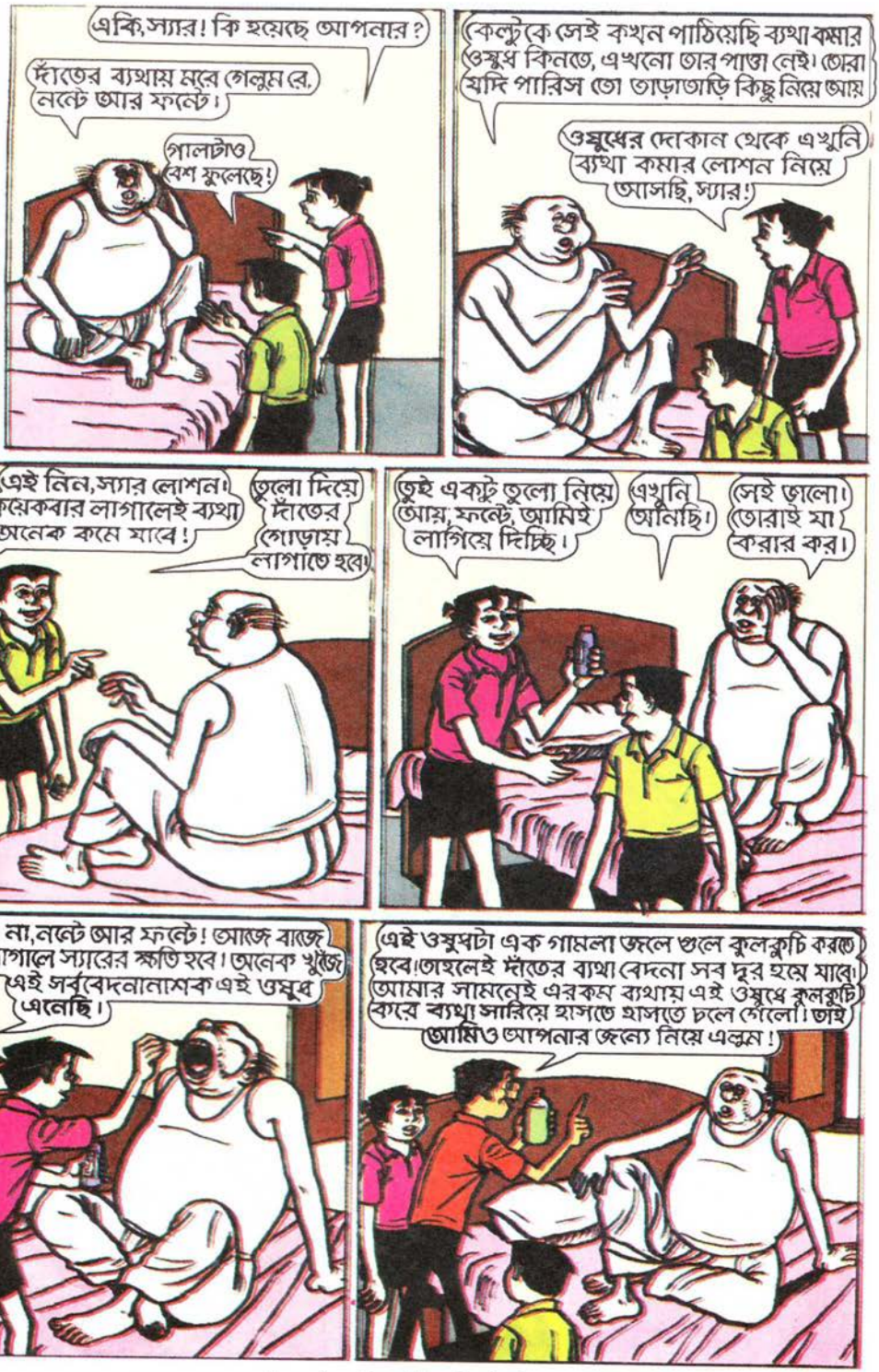

www.banglapdf.net Exclusive!

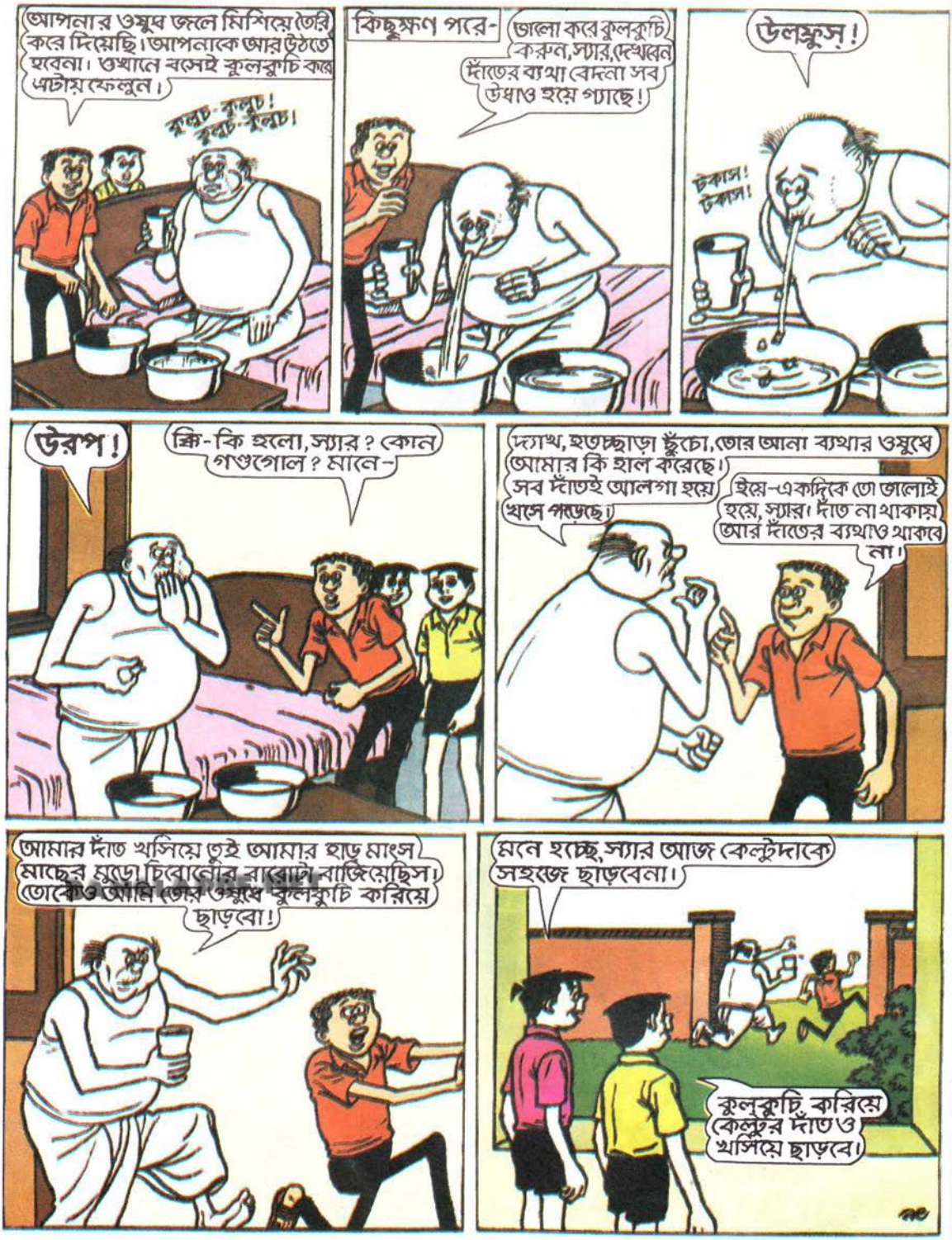
আপনার ওষুধ জলে মিশিয়ে তৈরি করে দিয়েছি। আপনাকে আর উঠতে হবেনা। ওখানে বসেই কুলকুচি করে এটায় ফেলুন।
কুলুচ-কুলুচ! কুলুচ-কুলুচ।
কিছুক্ষণ পরে-
ভালো করে কুলকুচি করুন, স্যার, দেখবেন দাঁতের ব্যথা বেদনা সব উধাও হয়ে গ্যাছে!
উলফুস্!
উকাস! উকাস!
উরপ!
কি-কি হলো, স্যার? কোন গণ্ডগোল? মানে-
দ্যাখ, হতচ্ছাড়া ছুঁচো, তোর আনা ব্যথার ওষুধে আমার কি হাল করেছে। সব দাঁতই আলগা হয়ে খসে পড়েছে।
ইয়ে-একদিকে তো ভালোই হয়ে, স্যার। দাঁত না থাকায় আর দাঁতের ব্যথাও থাকবে না।
আমার দাঁত খসিয়ে তুই আমার হাড় মাংস মাছের মুড়ো চিবোনোর বারোটা বাজিয়েছিস। তোকেও আমি তোর ওষুধে কুলকুচি করিয়ে ছাড়বো!
মনে হচ্ছে, স্যার আজ কেলুটদাকে সহজে ছাড়বেনা।
কুলকুচি করিয়ে কেলুর দাঁতও খসিয়ে ছাড়বে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

শোনো, আমি খুবই বিপদে পড়ে গেছি।
কি বিপদ স্যার?
আমার এই ব্যাগে পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সবটাই কালো টাকা।
আমি এখানে থাকবো না, তাই এই কালো পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক পেলেই তাকে দিয়ে দেবো। তোমার কাছে কতো আছে?
অতো টাকা আমার কাছে নেই।
কতো আছে তোমার কাছে?
পাঁচ হাজার আছে। এই মাত্র চেক ভাঙালাম।
এ্যাঃ! পঞ্চাশের বদলে পাঁচ হাজার! ঠিক আছে ভাই দাও। কালো টাকা নিয়ে ঘোরা যায় না।
আপনি তাহলে পাঁচ হাজারের বদলে ঐ টাকাটা দেবেন?
কি আর করা যাবে দাও আর নাও।
এই কালো টাকা কিন্তু রাস্তায় বের করবেনা। কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে!
না, ঘরে না ফিরে খুলবোনা। স্যার দারুণ খুশি হবে। পাঁচ হাজারের জায়গায় পঞ্চাশ হাজার!
এই নিন, স্যার, আপনার পাঁচ হাজার দিয়ে একজনের পঞ্চাশ হাজার কালো টাকা এনেছি।
বলিস কিরে, কেলু? দে তো দেখি!
অ্যাঃ! একি! এতো নোটের আদলে কাটা কালো কাগজে ভর্তি!
ওরে বাবা! একি রে? কি করে হলো?
হতচ্ছাড়া হাড়গিলেটা লুকিয়ে পড়েছে। ওকে খুঁজে বের করা আপনার এটা ওর মাথায় ভাঙবো।
চিন্তা নেই, স্যার, ওকে খুঁজে বের করছি!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

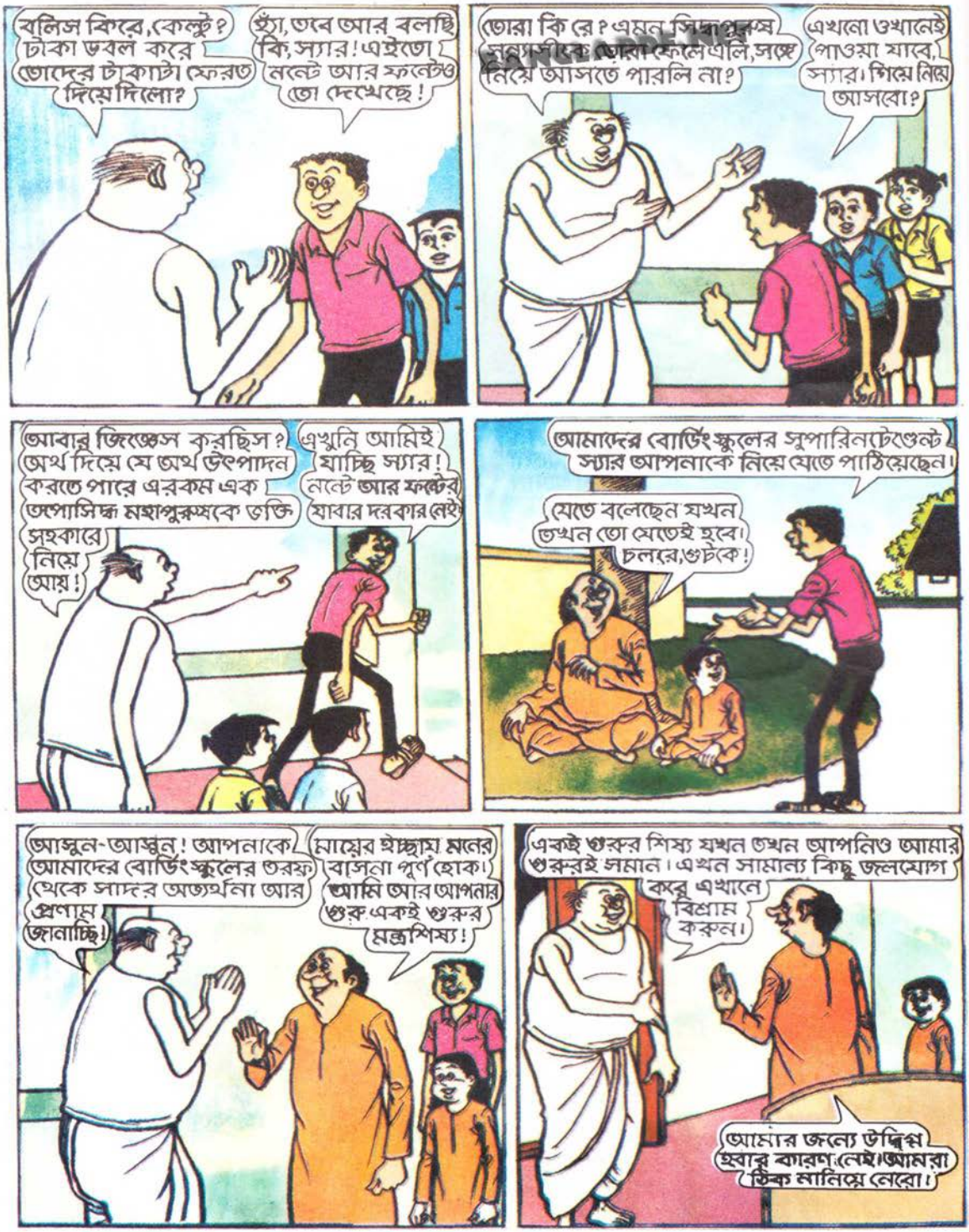
বলিস কিরে, কেল্টু? টাকা ডবল করে তোদের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলো?
হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি, স্যার! এইতো নন্টে আর ফন্টেও তো দেখেছে!
তোরা কি রে? এমন সিদ্ধপুরুষ সন্ন্যাসীকে তোরা ফেলে এলি, সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলি না?
এখনো ওখানেই পাওয়া যাবে, স্যার। গিয়ে নিয়ে আসবো?
আবার জিজ্ঞেস করছিস? অর্থ দিয়ে যে অর্থ উৎপাদন করতে পারে এরকম এক তপোসিদ্ধ মহাপুরুষকে ভক্তি সহকারে নিয়ে আয়!
এখুনি আমিই যাচ্ছি স্যার! নন্টে আর ফন্টের যাবার দরকার নেই
আমাদের বোর্ডিং স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।
যেতে বলেছেন যখন তখন তো যেতেই হবে। চলরে, গুটকে!
আসুন-আসুন! আপনাকে আমাদের বোর্ডিংস্কুলের তরফ থেকে সাদর অভ্যর্থনা আর প্রণাম জানাচ্ছি!
মায়ের ইচ্ছায় মনের বাসনা পূর্ণ হোক। আমি আর আপনার গুরু একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য!
একই গুরুর শিষ্য যখন তখন আপনিও আমার গুরুরই সমান। এখন সামান্য কিছু জলযোগ করে এখানে বিশ্রাম করুন।
আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আমরা ঠিক মানিয়ে নেবো।

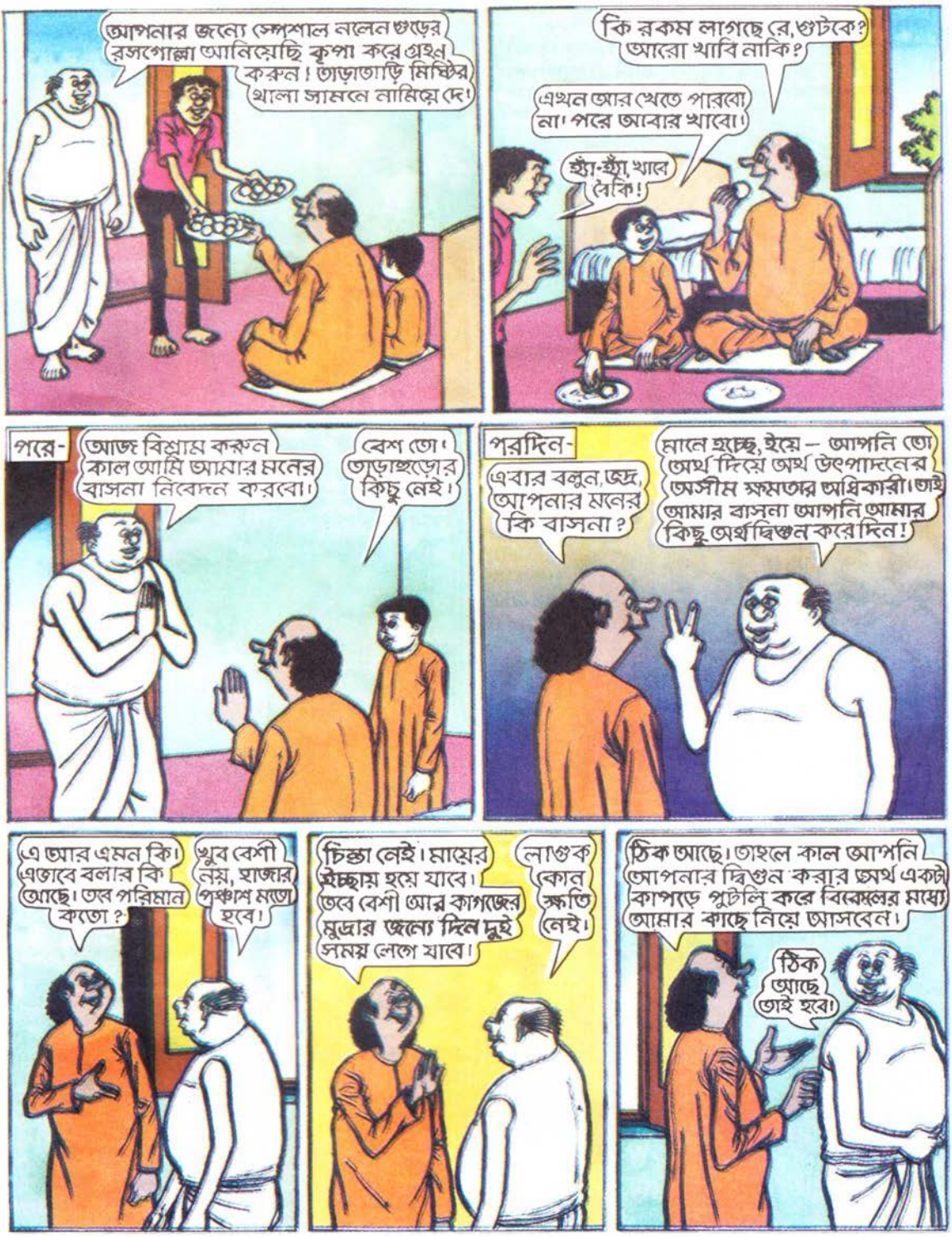

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

www.banglapdf.net Exclusive!

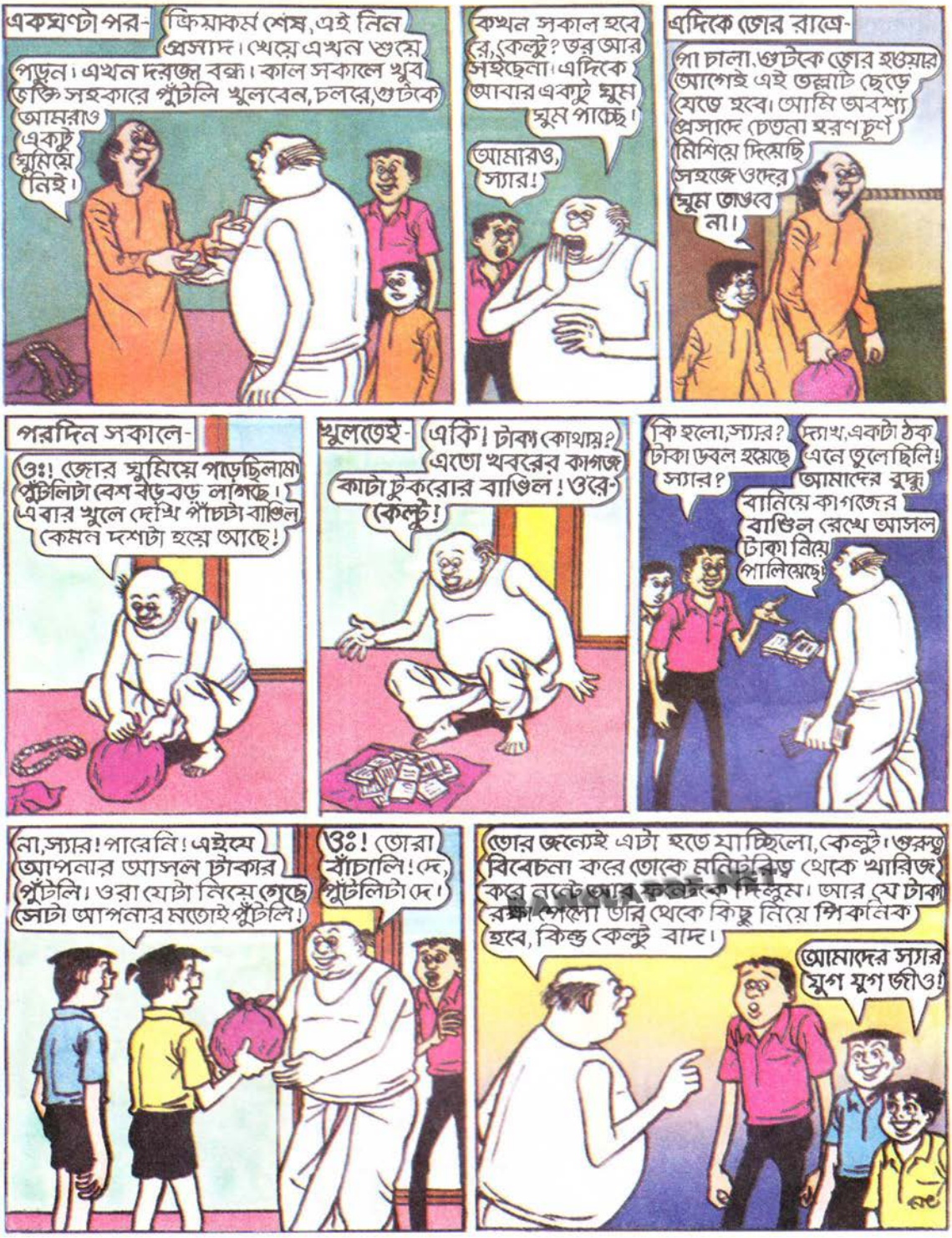
একঘণ্টা পর-
ক্রিয়াকর্ম শেষ, এই নিন প্রসাদ। খেয়ে এখন শুয়ে পড়ুন। এখন দরজা বন্ধ। কাল সকালে খুব ভক্তি সহকারে পুঁটলি খুলবেন, চলরে, গুটকে
আমরাও একটু ঘুমিয়ে নিই।
কখন সকাল হবে রে, কেল্টু? ভর আর সইছেনা। এদিকে আবার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।
আমারও, স্যার!
এদিকে ভোর রাত্রে-
পা চালা, গুটকে ভোর হওয়ার আগেই এই ভল্লাট ছেড়ে যেতে হবে। আমি অবশ্য প্রসাদে চেতনা হরণ চূর্ণ মিশিয়ে দিয়েছি সহজে ওদের ঘুম ভাঙবে না।
পরদিন সকালে-
ওঃ! জোর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পুঁটলিটা বেশ বড়বড় লাগছে। এবার খুলে দেখি পাঁচটা বাণ্ডিল কেমন দশটা হয়ে আছে!
খুলতেই-
একি! টাকা কোথায়? এতো খবরের কাগজ কাটা টুকরোর বাণ্ডিল! ওরে কেল্টু!
কি হলো, স্যার? টাকা ডবল হয়েছে স্যার?
দ্যাখ, একটা ঠক এনে তুলে ছিলি! আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে কাগজের বাণ্ডিল রেখে আসল টাকা নিয়ে পালিয়েছে!
না, স্যার! পারেনি! এইযে আপনার আসল টাকার পুঁটলি। ওরা যেটা নিয়ে গেছে সেটা আপনার মতোই পুঁটলি!
ওঃ! তোরা বাঁচালি! দে, পুঁটলিটা দে!
তোর জন্যেই এটা হতে যাচ্ছিলো, কেল্টু। গুরুত্ব বিবেচনা করে তোকে মনিটরিত্ব থেকে খারিজ করে নন্টে আর কন্টকে দিলুম। আর যে টাকা রক্ষা পেলো তার থেকে কিছু নিয়ে পিকনিক হবে, কিন্তু কেল্টু বাদ।
আমাদের স্যার যুগ যুগ জীও!